প্রথম আলো

তারিখ 13 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

গতকাল ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে শিক্ষার্থীদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে (বাঁ থেকে) ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সহ-উপাচার্য আবদুল হান্নান চৌধুরী, ইউজিসির চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুর রব, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আজিজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন ● ছবি : প্রথম আলো

// ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির পঞ্চম সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী //

কুমন্ত্রণায় কিছু তরুণ বিপথগামী হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, একদল স্বাধীনতাবিরোধী ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এ দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাদের কুমন্ত্রণায় ইতিমধ্যে বেশ কিছু তরুণ শিক্ষার্থী বিপথগামী হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে ভুল ব্যাখ্যাকারীদের কবলে না পড়ে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

গতকাল রোববার রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে বেসরকারি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন। সমাবর্তনে ১ হাজার ৯০১ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সনদ দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে দুজনকে আচার্যের পদক, তিনজনকে চেয়ারম্যানের স্বর্ণপদক এবং চারজনকে উপাচার্যের স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, উচ্চশিক্ষা যাতে কেবল সীমাবদ্ধ আনুষ্ঠানিক বিদ্যায় পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সৃষ্ট জ্ঞান জাতির মৌলিক ও বিশেষ সমস্যার সমাধান দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান করতে হবে। তিনি দেশের বাস্তবতা ও জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে ভর্তি ও টিউশন ফিসহ সব ব্যয় একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সন্তান যেন বিপথগামী না হয় সে জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত বেনওয়া পিয়ের লাহামে। আরও বক্তব্য দেন ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুর রব, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আজিজুল ইসলাম। সমাবর্তনে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আচার্যের পদক পাওয়া শিক্ষার্থীদের একজন রেজাউল হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, আত্মবিশ্বাস, ইতিবাচক চিন্তা আর কঠোর পরিশ্রমে সব সম্ভব। পেশাদারি জীবনের সঙ্গে ভালো সিজিপিএর কোনো সম্পর্ক নেই।

বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।